# অথৈ

সন্ধ্যা নামছে।

ধীরে ধীরে গাঢ় লাল আভা ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্ত জুড়ে। যেন লাল পরিদের হাট বসেছে চারদিকে। দিগন্তে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এক সময় হারিয়ে গেল ওরা। অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডাকছে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করতে। কিন্তু না সুন্দর চাঁদ মিষ্টি আলো ছড়াতে শুরু করেছে আকাশ জুড়ে। হেমন্তের হালকা হিমেল বাতাস বইছে মৃদুমন্দ।

নদীর বুকে ঝিকিমিকি করছে হাজারো রুপালি কণা। পানির বুকে মৃদু কম্পনে যেন ছন্দের ছোঁয়া, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে।

অনেকদিন বর্ষার পরে আকাশটা একদম ঝকঝকে। দিগন্ত জুড়ে ছিটেফোঁটা পেঁজা তুলোর মতো হালকা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। চাঁদের আলোর সাথে ওরা যেন মেতে উঠেছে লুকোচুরি খেলায়।

ছোট্ট একটা মেয়ে, অনেকক্ষণ ধরে হইচই করছে। ছুটছে এদিক সেদিক, হাসছে, হাঁকাহাঁকি করছে। কখনো আবার নাচের ছন্দ তোলার চেষ্টা করছে এঁকে বেঁকে। রকেট মাসুদের ডেকে বসে প্রসারিত দৃষ্টি দূরে হারালেও ওর দুষ্টামি ভরা কণ্ঠ বারবার কানে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে সাকেরের।

মেয়েটার চকমকে ফ্রকটা নেমেছে হাঁটুর কাছাকাছি, খালি পা।

মা ডাকলো—অথৈ, দুষ্টামি করো না।

অথৈ, বাহ! বেশ চমৎকার নাম তো, খুব একটা শোনা যায় না নামটা

মা-মেয়ের কথা বেশ জমে উঠেছে ।

অথৈ—মা, দুষ্টামি কী?

মা—তুমি হইচই করে সবাইকে কষ্ট দিচ্ছ, এটাকেই দুষ্টামি বলে।

অথৈ—ইস্, তা হলে তো তুমি সারাদিনই ঘরে বসে বাবার সাথে দুষ্টামি কর। তুমি হাস, বাবাও হাসে। তুমি ছোট, বাবাও তোমার পিছু পিছু ছোটে। তোমরা দু'জনেই খুব দুষ্ট।

মা-মেয়ের সরেস কথোপকথন মন কাড়ছে সাকেরের। এক সময় ওদের দিকে ফিরে তাকালো সে।

চার বছরের ছোট্ট অথৈ চঞ্চল ঝর্ণার মতো বইছে। মা ওর কাছাকাছি বসে। মাকে মা'র মতো মনে হচ্ছে না। সে যেন আর এক ছোট্ট মেয়ে, আর এক ছোট্ট অথৈ। মনে মনে ভাবলো সাকের, এক ছোট্ট মেয়ে আর একটি ছোট্ট মেয়ের মা। বেশ মা-মেয়ের জুটি তবে।



জমে উঠেছে ওদের কথাবার্তা। সাকেরের সম্মুখে এক পক্বকেশ বৃদ্ধ দু'একবার ইতিমধ্যেই হাসি হাসি মুখে মা-মেয়েকে সার্ভে করে ফেলেছেন।

মা বললো—কালকে বাড়ি পৌঁছলে কার সাথে দেখা হবে, বলো তো দেখি?

অথৈ—কেন বাবার সাথে। হি হি হি ---------- । তাই তো তুমি এতো খুশি খুশি। জানি তো, বাবাকে কাছে পেলে তুমি খুব খুশি হও।

মা বিব্রত হলো না। মেয়ের কথায় চাপা হাসিতে হেসে উঠলো।

সাকের অবশ্য উল্টোটা ভেবেছিলো। আশপাশে এতো লোকজন থাকায় হয়তো সে বিব্রত হবে। এতক্ষণে সাকের স্পষ্ট করে বুঝল, অথৈ ওর হাসি, ওর চঞ্চলতা সে কার কাছ থেকে পেয়েছে। এ ব্যাপারে অথৈ মা'র কাছে পুরোপুরি ঋণী।

মা—যদি রকেট থেমে যায় তাহলে কী হবে?

অথৈ—না, থামবে না।

মা—যদি থামে?

অথৈ—তা হলে আমি পানিতে নেমে হেঁটে সোজা চলো যাবো বাবার কাছে। তোমাকে কাট্টি, তুমি একা একা বসে থাকবে। তখন কেমন মজা হবে? আমাকে খুঁজবে, পাবে না পা--বে-----না। আমি থাকবো বাবার কাছে। তুমি শুধু শুধুই আমাকে খুঁজবে।

হঠাৎ যেন অথৈ রকেট থামার সুবিধাটা বুঝতে পারলো।

হাততালি দিয়ে বললো—তা হলে তো আরো মজা, সাঁতরে হেঁটে যেয়ে বাবাকে ধরব। বাবা অবাক হয়ে যাবে। কি, ঠিক না মা?

ওর মায়ের কল কল হাসির শব্দ ভেসে এলো।

তুই পাগল, পানিতে কী হাঁটা যায়?

অথৈ—আলবৎ হাঁটা যায়। এই তো পানির উপরে রকেটে হাঁটছি, তা হলে পানিতে পারবো না কেন?

মা'র হাসি আর থামে না।

সে বললো—অথৈ, তুমি বোকা।

আবার অথৈর মায়ের লাউঞ্জ মুখর করা হাসি।

বললো, তোমার বাবা বোকা।

অথৈ—ইস! তুমি কিচ্ছু জান না। আমার বাবা খুব বুদ্ধিমান, তোমার বাবা বোকা।

এবার মা প্রসংগ পাল্টে বললো—বলো তো অথৈ, কী কী ভাল?

অথৈ বললো—বাবার সাথে দেখা করা।

আর? মা'র চোখে প্রশ্ন।

ঢাকায় যাওয়া। অথৈ'র চটপটে জবাব।

আর?

বাড়ি ফেরা।

আর?

চুইংগাম খাওয়া।

মা'র আবার হাসি। প্রাণখোলা, বাঁধন হারা ঝর্ণার মতো।

জানিস, চুইংগাম খেলে কী হয়?

কী হয় মা? দু'হাত উপরে তুলে নাচের ভঙ্গিতে বললো অথৈ।

তোমার জেনি আন্টির চুলে চুইংগাম এঁটে গিয়েছিলো। ছুটাতে পারে নি, তাই কিছু চুল ক্যাচাং।

ক্যাচাং কীরে মা?

কাঁচি দিয়ে ক্যাচাং।

অথৈ ওর মার চুল ধরে টানতে টানতে বললো—বুঝিয়ে বলো মা, ক্যাচাং কী?

ওরে বোকা, কাঁচি দিয়ে ক্যাচাং করে কেটে ফেললো, তারপরই মুক্তি। বলে হো হো করে হেসে উঠলো মা।

অথৈ হাততালি দিয়ে হাসলো। ডেকের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়াতে দৌড়াতে বললো—মজা, খুব মজা, জেনি আন্টির সাজা।

আর কী কী ভাল বললে না?

বলব কী? তুমি তো অন্য গল্প শুরু করলে।

এখন বলোনা আবার। মা'র কণ্ঠে আবদার।

কোনখান থেকে শুরু করবো? অথৈ পানির বুকে চোখ রেখে মাকে জিজ্ঞেস করলো।

যেখান থেকে তোমার ভাল লাগে। মা'র মুগ্ধ দৃষ্টি মেয়ের মুখের উপর স্থির।

বাদাম খাওয়া। অথৈ'র চটপটে জবাব।

আর? মা'র কণ্ঠে আনন্দ মাখা প্রশ্ন।

কম্পিউটার চালান।

আর?

প্লেন চালান।

অথৈ'র খালাত বোন ওর বছর খানেকের ছোট। বললো— আমি হেলিকপ্টার চালাব।

অথৈ'র মা আবার হেসে উঠলো। তার হাসি এক ধরনের সরলতা আর নিষ্পাপ মাধুর্য ছড়াচ্ছে।

মেয়ের জন্য তার অফুরন্ত প্রশ্ন।

তা হলে রকেট চালাবে কে?



অথৈ বললো আমি চালাব।

বাস?

আমি?

নৌকা?

আমি।

সাইকেল?

আমি, আমি, আমি... আ...মি...।

অথৈ থামছে না।

মা বললো—বাড়িতে গেলে ভাল করে লেখা পড়া কর, তা হলে সব চালাতে পারবে।

সত্যি বলছ মা?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। মাথা কাত করলো ওর মা।

মা, আমার সব ভাল এখনো শেষ হয়নি।

বলিস কিরে, আরও কী কী তা হলে ভাল? তার কণ্ঠে আনন্দ আর বিস্ময় ঝরে পড়লো।

অথৈ—দাদুর কোলে চড়ে গল্প শোনা।

আর? মা জিজ্ঞেস করলো অথৈকে।

তার চুল দাড়ি ধরে টানা।

আর?

দাদির শাড়ির আঁচলে মুখ মোছা।

আর?

আব্বু আর তোমার গলা ধরে ঘুমান।

ওরে পাজি মেয়ে। মা খুশিতে আবার কল কল করে হেসে উঠলো। যেন ছন্দময় কোন স্রোতস্বিনী এই মাত্র গতি পেয়েছে, বন বাদাড় ভেঙে ছুটে চলার।

অথৈ নিরাপদ দূরত্বে সরে বললো—মা, তুমি পাজি, তোমার মাও পাজি, যদি আমাকে পাজি বলো।

আর আমার বাবা? মা হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো।

অথৈ—না। সে তো কাজি। ভাল কাজ করে। সে পাজি হতে পারে না। মা, তুমি আর আমাকে পাজি বলবে না, শুধু আদর করবে।

মা বললো—তুমি যদি ভাল করে লেখা পড়া কর তা হলে ম্যাডাম কত্ত আদর করবে। জেনি আন্টি আদর করবে। আব্বু দাদু সবার আদর পাবে। আমার মা-মনি, উম্ উম্ সবাই চুমু খাবে তোমাকে। মনে থাকবে তো? তখন আমিও খুব আদর করবো।

হ্যাঁ থাকবে। অথৈ ঘাড় কাত করলো। খুব মনে থাকবে। এবার বাড়ি যেয়েই পড়ব আর নাচব। তবে হ্যাঁ, জেনি আন্টি যেন চুমু না দেয়, আমার গালে লিপস্টিক লেগে থাকে।

ওর মা হা হা করে উঠলো।

অথৈ কথার ফুলঝুরি ঝরাতে ঝরাতে সাকেরের সামনা সামনি চলে এসেছে।

অনেক যাত্রীর মধ্যে সাকেরও একজন। যাবে দক্ষিণে, বরিশাল, ঝালকাঠি ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর। সুন্দর বন দেখার ওর বড় শখ।

লোভ সামলাতে না পেরে হাত বাড়ালো সাকের ছোট্ট অথৈ'র দিকে।

যেন কত না চেনা। নিঃসংকোচে কোলে উঠে বসে পড়লো অথৈ।

বললো—আংকেল, আমাকে পড়াও।

বলতো ক'টা আঙুল? ওর বাঁ হাতের দু'টো আঙুল অথৈর চোখের সামনে।

এক, দুই, দুইটা বলে চিৎকার দিলো অথৈ।

মাত্র দুইটা। আমি তো আরো শুনতে পারি।

দু'য়ে আর দু'য়ে কতো হয়?

অথৈ হাত নাড়তে নাড়তে চিৎকার করে উঠল। বললো-তিন, তিন --------তিন।

ওর মা কপালে হাত ঠেকালো। বললো—কী বলছ অথৈ!

অথৈ জোরেসোরে মাকে ধমক লাগালো। বললো—তুমি চুপ কর, এখন আংকেল আমাকে পড়াবে।

সাকের ওর চোখের সামনে দু'হাতের দু'টো করে চারটে আঙুল তুলে ধরলো।

গুণে ফেলো তো অথৈ।

অথৈ গুণলো—এক, দুই....তি....ন, চার।

সাকেরের মুখে হাসি তা হলে দু'য়ে আর দুয়ে কত হয়?

অথৈ হাসলো। ওর হাসিটা প্রাণকাড়া, মিষ্টি। পৃথিবীর সব শিশুরাই হয়তো এমন সুন্দর করে হাসে, জান্নাতের শিহরণ ছড়ান।

ও হাসতে হাসতে বললো—চার।

পুরো দু'হাতের সব ক'টা আঙুল ওর চোখের সামনে মেলে ধরলো সাকের। দশটা আঙুল গুনল অথৈ, একেবারে নির্ভুল। গুনলো বিশ পর্যন্ত। তারপর শুরু হলো গোলমাল—একুশ না বলে বললো পঁচিশ, ছাব্বিশ না বলে গুনলো সাতাশ, তিরিশ।

মা মুখ টিপে টিপে হাসছে। অথৈ নির্বিকার, সংখ্যার গতি ডিঙিয়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশে পৌঁছলো সে অবলীলায়।

অথৈ বললো—হাম্পি ডাম্পি শুনবে আংকেল?

সাকের হেসে মাথা কাত করলো। অর্থাৎ হ্যাঁ, শুনবে সে।

অথৈ আবার বললো—ব্লাক শিফস?



সাকের তাতেও রাজি। এবারেও মাথা কাত করে সম্মতি দিলো সে।

অথৈ'র কথায় খই ফুটছে। না, তোমাকে টুইঙ্কিল টুইঙ্কিল শুনাই।

সাকের হেসে ফেললো। বললো—তোমার যা খুশি শুনাও। অথৈ বললো—না, তুমি ইংরেজি বুঝবে না, মা ও মাঝে মধ্যে বোঝে না। তার চেয়ে তোমাকে বাংলা শোনাই, বলেই শুরু করলো আবৃত্তি

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

---

অথৈ আবৃত্তি করছে দ্রুত। ওর নরম শরীরটা সাকেরের কোলে হালকা উত্তাপ ছড়াচ্ছে। সাকের স্মৃতির মেলায় হারিয়ে যাচ্ছে। ভাবছে, ছোট বেলায় স্কুলে এই কবিতা কতবার পড়েছি। আমার সন্তান, যে স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় যায়, ওদেরকে শিখিয়েছি। আমি শিখেছি মা'র কাছ থেকে। আজ অথৈ শুনাচ্ছে আমাকে।

চিক চিক করে বালি কোথা নেই কাদা
দুই ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা।

---

কাশ ফুলের মতো সাকেরের মন ফুরফুরে হালকা হয়ে গেলো। অথৈ'র ছোট্ট শরীরটাকে গভীর আদরে বুকের মাঝে আঁকড়ে ধরলো সে।

রাত বাড়ছে। সাকের অনেকক্ষণ হলো চলে এসেছে কেবিনে। সময় কাটাতে বুদ্ধদেব গুহ'র অববাহিকা পড়ছে। ভাল লাগছে পড়তে। বাইরে লাউঞ্জে অথৈ'র হাসির শব্দ। মাঝে মাঝে কান্নার ভাব আর প্রতিবাদ। চামচের টুং টাং আওয়াজ। লোকজনের হালকা কথাবার্তার শব্দ ভেসে আসছে। মাসুদ খান একটানা ঝুম ঝুম, গুম গুম, হিস হিস করে ছুটে চলেছে শান্ত পানিকে দু'ভাগ করে। সাকের নাগর দোলায় দোল খেতে খেতে হঠাৎ যেন ঘুমিয়ে গেল। ওর হাত হতে আলগা হয়ে গড়িয়ে বিছানার এক কিনারে বুদ্ধদেব গুহ'র বইটি নিশ্চল হয়ে রইলো।

ভোর হয়েছে। বাইরে কোলাহল। কারো সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর—কোথায় অথৈ! কই গেল! সব জায়াগায়ই খুঁজেছি। কই না তো—কোথাও নেই! বাথরুম, অন্য কোন রুম, লাউঞ্জ, পেন্ট্রি, না ওকে পাওয়া যাচ্ছে না! রাতে ওর মা'র সাথে রাগ করেছিলো। বলেছিলো একাই বাবার কাছে চলে যাবে। কোথায় গেল অথৈ! চারদিকে একটা হাহাকার ছড়িয়ে পড়লো।

কেবিনের দরজা খুলে বাইরে মুখ বের করলো সাকের। ওর চোখে এখনো ঘুম ঘুম ভাব। লাউঞ্জ ভরে রয়েছে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীতে। খোঁজাখুঁজি করছে কর্মচারি, মাস্টার ও ক্রুসহ অনেকে। সবার মাঝখানে অথৈ'র মা, চুল এলোমেলো, পরনের কাপড় আগোছাল। তার হাসি ভরা মুখ একদম থমথমে। মনে হলো এখনই কেঁদে ফেলবে এবং কাঁদলো—এক আর্তনাদে লুটিয়ে পড়ে কাঁদলো! কাঁদলো আছড়ে পাছড়ে। বার বার বললো—আমার অথৈকে চাই, ওকে এনে দাও! ওকে আমার কোলে এনে দাও। ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

দেখতে দেখতে পার হয়েছে আরো বিশ বছর। সাকেরের মতো মাসুদ খানও বুড়িয়েছে। মাসুদের সেই জাকজমক আর নেই। ডেক কোথাও এবড়ো থেবড়ো, লাউঞ্জের ঝকঝকে লাল কার্পেট মাঝে মধ্যে ছিড়ে একাকার, এখন শুধু ডাস্টবিনে যাবার আগে যেন কোনমতে নিজের পুরনো অবস্থানে আঁকড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা মাসুদ খানের। সাকেরের চুলও সাদা, যেন এক ঝাক কাশ ফুল ওর গালের বলি রেখাগুলো স্পষ্ট। নিজের হাতের দিকে তাকালো সাকের। বিশ বছর আগের সেই টান টান ভাব আর নেই। এ যেন মাসুদ খানের সাথে পাল্লা দিয়ে বুড়িয়ে যাবার চেষ্টা। আজও ডেকে বসে আছে সাকের, চাঁদ উঠেছে আকাশে। মিষ্টি আলোয় ভরে আছে আকাশ। এখন কী মাস, কার্তিক? হ্যাঁ, এবারও হেমন্ত। লাউঞ্জ ভরে আছে প্রকৃতি প্রেমিতে। আজও একটা ছোট্ট মেয়ে হইচই করছে ডেক জুড়ে। তাকে সামলাতে ব্যস্ত তার মা।

আচ্ছা সেই মিষ্টি ছোট মেয়েটা অথৈ না! মিষ্টি মেয়ে অথৈ—বড় চঞ্চল, যেন ছোট্ট ঝর্ণার মাঝে ছলকে চলেছে একঝাঁক রুপালি মাছ। আচ্ছা, অথৈ তুমি কেমন আছ! তুমি কি সত্যি আমার এ গল্প পড়েছ। আমি তো স্বার্থপরের মতো পরের স্টেশনে নেমে গিয়েছিলাম ঘন্টা খানেক পরে। তুমি কী রাতের চাঁদের মতো তোমার মায়ের কোলে আবার ফিরে এসেছিলে? তার কোল ভরে দিয়েছিলে ভালবাসায়!

চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে মাসুদের গায়ে আছড়ে পড়া ছোট ছোট ঢেউ। সাকেরের দৃষ্টি যেন সেঁটে আছে সেই দিকে। হঠাৎ মনে হলো আশপাশে কেউ নেই, শুধু একা ও। ছুটতে ছুটতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অথৈ। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো—আমাকে চিনতে পেরেছ আংকেল? আমি অথৈ।

সাকের অদ্ভুত শিহরণ অনুভব করলো। গভীর মমতা ওকে বিহবল করে তুলেছে। দ্রুত সামনে বাড়ালো দুই হাত। চেয়ার থেকে সামান্য ঝুঁকে ওকে কোলে তুলে নিতে গেলো।

হঠাৎ যেন মুঠি মুঠি জোৎস্না এসে ভরে গেল লাউঞ্জ। ওরা খেলতে লাগলো ছোট্ট অথৈর সাথে। অথৈ হাত তালি দিয়ে নাচতে শুরু করেছে ওদের সাথে। ওর মিষ্টি কল কল হাসিতে ভরে তুলছে লাউঞ্জ।

খেলতে খেলতে হঠাৎ আলোর মিছিলে নাই হয়ে গেলো অথৈ। দূরে, আরো দূরে! হঠাৎ দপ করে নিভে গেলো সব আলো।

সাকেরের গলা চিরে আর্তনাদের মতো বের হয়ে এলো—অথৈ!

তন্দ্রা কেটে যাওয়ায় ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসলো সাকের। তাকালো এদিকে সেদিকে। লাউঞ্জ প্রায় খালি হয়ে আছে রাত বাড়াতে।

নিজের রুপালি চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বুকের চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো সাকের।

তুমি ভাল আছ তো!

তুমি এখন কেমন আছ অথৈ!

# আলেয়ার অলিন্দে

আমি চককেট খাব—হাত বাড়ায় সেহান।

ছোট্ট দুটো হাতের দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসে রাজীব—কী খাবে আঙ্কেল। চকলেট?

চককেট খাব, চককেট, তুমি আনবে চককেট আমার জন্য—তিন বছরের সেহান ওর হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে অনর্গল বলতে থাকে।

ভাল লাগছে রাজীবের। সেহানের দিকে হাত বাড়ায় সে হাসি মুখে।

রাজীব পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়েছে বছরখানেক আগে। মাত্র একটা ছেলে আর একটা মেয়ে। বড় হয়ে গেছে দু'জনেই। ওরা থাকে ওদের মতো করে, সাত সাগর আর তের নদী পারে। গত ক'দিনেই রাজীবের একাকী জীবনে সেহানের সাথে রীতিমতো সখ্য গড়ে উঠেছে।

রাজীব গভীর মমতায় হাত বাড়ায় সেহানের দিকে। ওর নরম হাত দুটো নিজের মুঠোয় নিয়ে আদর করে। অনুভব করে নিজের অতীতকে। ফিরে তাকায় ফেলে আসা পথের দিকে। একদিন ওর হাসানও এমন ছোট্ট ছিল। আর মিতা! সে তো হইচই করে মাতিয়ে রাখতো সারাক্ষণ, এই ছোট্ট সেহানের মতো।

চককেট দেবে না আঙ্কেল? আবার প্রশ্ন সেহানের। ছোট্ট সেহানের কথায় বাস্তবে ফেরে রাজীব। হাঁটু গেড়ে বসে ওর পাশে। প্যান্টের ভাঁজ ভেঙে যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নেই। কোটের হাতায় লাগছে ধুলো।

বলো তো কে বড়? সেহানের কানের কাছে মুখ নিয়ে জিজ্ঞেস করে রাজীব।

তুমি, তুমি এত্ত বড়—সেহান হাত উঁচু করে দেখায়।

মাথা নিচু করে রাজীব, সেহানের ঘাড় বরাবর। বলে, বল তো এবার, কে বড়?

সেহান হাসে হই হই করে। ওর হাসিটা অদ্ভুত। সবাই হাসে হা হা, কিংবা হো হো করে। সেহানের বেলায় সেটা উল্টো।

উল্টো হাসতে হাসতেই সেহান বলে তুমি ছোট, তুমি ছোট।

এবার রাজীব ঘাড় উঁচু করে। কটা চককেট খাবে? হাসিমুখে প্রশ্ন করে তাকায় সেহানের মুখের দিকে।

ছোট্ট দুটো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে সেহান দেখায় এই এত্তো, দেবে? দেবে না আঙ্কেল ?

দেব বাবা, দেব তোমাকে এই এত্তো চকলেট দেব। বলতে বলতে রাজীব হাত বাড়ায় সেহানের দিকে।

প্রতিশ্রুতি পেয়ে চঞ্চল হয়ে ওঠে সেহান। ছোট্ট পায়ে দ্রুত ছুটতে ছুটতে হাত নাড়ে আর বলতে থাকে—আঙ্কেল দেবে, চককেট দেবে। খুশিতে ছুটতে ছুটতে